R. N No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—1

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১২ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯১ সাল
২৯শে আগষ্ট, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

বিদ্যুতের ব্যাপক বিভ্রাটে জঙ্গিপুরে কেন এত ক্ষোভ-(২)

বিশেষ সংবাদদাতা : (পূর্ব প্রকাশিতের পর) জঙ্গিপুর শহরবাসীদের অভিযোগ, ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অমাবস্যার জন্য শুধু লোডশেডিং-ই দায়ী নয়। অনেকাংশেই দায়ী স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের কর্মীরা। সরকারী নির্দ্দেশে পরিষ্কার বলা আছে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক পোল এবং রাত্রি ১০টা পর্যন্ত গৃহস্থের বাড়িতে কোন বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিলে কর্মীরা কাজ করতে যেতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্যরকম। জঙ্গিপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ অফিসে বলতে গেলে কিছু কর্মী এমনসব কারিগরী তর্কের অবতারণা করেন যা বহু মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় এবং ভোগান্তি বাড়ায়। অথচ জঙ্গিপুর অফিসে অন্ততঃ ২-১ জন কারিগরী কর্মীকে খুঁটিনাটি কাজের জন্য রাখা হলে এই অব্যবস্থা দূর হতে পারে। জঙ্গিপুরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ বহুবিধ। যার মধ্যে ট্রানসফরমারে ক্ষমতা বহির্ভূত 'লোড' অন্যতম। এই অতিরিক্ত লোড কমিয়ে অবিলম্বে ট্রানসফরমারের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন জঙ্গিপুর শহর পাড়ের মানুষেরা। ট্রানসফরমার সুইচ এবং পোল সংলগ্ন সুইচগুলিও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে থাকায় অনেকক্ষেত্রে বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে। জঙ্গিপুর পুর এলাকায় রাস্তার আলো জ্বালাবার দায়িত্ব স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, শহরের ৫০ শতাংশ আলো জ্বলে না। পুরসভার কথা, বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে চুক্তি মত কাজ করার জন্য বারবার তারা রিপোর্ট পাঠান। ওরা (বিদ্যুৎ বিভাগ) কিছু করে না। অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিভাগে খোঁজ নিতে গেলে বলা হয়, পুরসভার রিপোর্ট নেই। রিপোর্ট না পেলে কিছু করতে পারব না। বাল্‌ব সাপ্লাই নেই। আরো খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে বিদ্যুৎ বিভাগের বাল্‌বগুলি যা পোলগুলিতে লাগানো হয়, তা এতই নিকৃষ্ট মানের যে ঘন ঘন কেটে যাচ্ছে। পুরসভা 'লোকাল মার্কেট' থেকে ওইসব বাল্‌ব কেনার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে বলেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় এস এস এ নিয়ে খুব একটা গা ঘামান নি বলে অভিযোগ। ফলে এর গুণাগার দিতে হচ্ছে জঙ্গিপুর পুরসভাকে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আর একটা বড় কারণ উমরপুর সাবষ্টেশনের অব্যবস্থা। বর্তমানে ওই সাবষ্টেশনে ৩টি ট্রানস্‌ফরমার রয়েছে যার মধ্যে ২টি কাজ করছে। একটিতে মির্জাপুর, মনিগ্রাম ও সাগরদীঘি এবং অন্যটিতে লালগোলা থেকে জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ থেকে নিমতিতা-অরঙ্গবাদ হয়ে ফরাক্কা পর্যন্ত যুক্ত আছে। ফলে এই বিরাট এলাকার মধ্যে কোথাও সামান্য গোলমাল দেখা দিলেই সব অন্ধকার। কিন্তু প্রশ্ন তেঘরী বা লালগোলায় সামান্য বৈদ্যুতিক গোলমাল হলে তারফল জঙ্গিপুর বা রঘুনাথগঞ্জের মানুষ ভুগবে কেন? কেন নিমতিতা, অরঙ্গাবাদের জন্য আমাদের এখানে অমাবস্যা নামবে? ঠিক একইভাবে বলা যায় রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুরে গোলমালের জন্য লালগোলা ফরাক্কার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভোগান্তি পোহাবে কেন? এর বিকল্প ব্যবস্থা করতে কেন এলাকাভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না? কারণ সারা মহকুমার কোথাও গোলমাল দেখা দিলে তা খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নিতে নিতেই দিন-রাত কাবার। তাই দাবী উঠেছে উমরপুর থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত সরাসরি ১১ হাজার শক্তিসম্পন্ন লাইনের ব্যবস্থা করার।

বিদ্যুতের এতসব গোলযোগ বিভাগীয় কর্ত্তাদেরও নখদর্পণে। কিন্তু তাঁরা কাজের কাজ কিছুই করেন না। সবাই প্রায় ফাঁকিবাজ। আর কিছু কর্মীর তো আবার সাঁঝ বেলাতেই 'বেসামাল অবস্থা'। ওই অবস্থাই তারা কাজ করবে কি করে? গত ২৮ জুলাই জঙ্গিপুরবাসীরা এর প্রমাণ পেয়েছেন হাতে নাতে। ২৬ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত জঙ্গিপুরের সাহেববাজার থেকে বাবুবাজার ছিল বিদ্যুৎবিহীন। জঙ্গিপুর শহরের বিদ্যুৎ কর্মীরা যখন ২৮ জুলাই সন্ধ্যেবেলায় জবাব দিলেন তখন জঙ্গিপুরের মানুষজন ছুটে গেলেন রঘুনাথগঞ্জে এস এস-এর কাছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার হল না। এরপর জনতা ছুটে গেলেন বিদ্যুতের কনস্ট্রাকসন শাখার এ্যাসি. ইঞ্জিনীয়র কমল চক্রবর্ত্তীর কাছে। সেখান থেকে সাপ্লাই শাখার এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়র দীপক ঘোষের কাছে। শ্রীঘোষ স্থানীয় থানার ওসি এবং কিছু কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে জনতার অনুরোধে গেলেন জঙ্গিপুরে। আশ্চর্য্যের কথা, ৩ দিনের ঘোর অমাবস্যা এরপর কেটে গেল মাত্র ২০ মিনিটে; এই ঘটনাকে কি বলবেন? নিশ্চয় কর্মীদের গাফিলতি? জঙ্গিপুরের মানুষজন; যাঁরা সেদিন এই বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন তাঁরা কেউ শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক, কেউবা ব্যবসায়ী। দেখা গেল কমল চক্রবর্ত্তী এঁদের বিরুদ্ধেই নানাধরনের অভিযোগ করেছেন। এসব করা হচ্ছে নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে। কথায় আছে না 'চোরের মায়ের বড় গলা' এঁদেরও সেই অবস্থা। বিক্ষুব্ধ এক জঙ্গিপুরবাসীর আহ্বান, প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জের মানুষরাও সামিল হোন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ুন। তিনি বলেন সাতদিন সময় দিয়েছি। দেখি কী হয়? না হলে কিছু ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। কি হবে মিটিং ডেকেই ঠিক করব।

জঙ্গিপুরে বন্‌ধ ছিল শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ আগষ্ট বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া ফরাক্কা, ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদসহ জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালিত হয়। এই বন্‌ধ ডেকেছিল বামফ্রন্ট কমিটি। শিল্প নগরী ফরাক্কায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজকর্ম মূলতঃ বন্ধই ছিল। সর্ব্বত্র অধিকাংশ দোকান-পাট, স্কুল, অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিতে কোন কাজ কর্ম হয় নি। বাসুদেবপুরের কাছে বি এস এফের গাড়ী অবরোধ করলে বি-এস-এফের জওয়ানদের সঙ্গে অবরোধকারী সি পি এম কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন। ধুলিয়ান পুরাতন বাজার, ডাকবাংলা মোড়, নিউ ফরাক্কা মোড় ও অর্জ্জুনপুরে দোকান পাট বন্ধ নিয়ে বচসা ও হাতাহাতি হয়। স্থানীয় এস ইউ সি আই, মার্কসবাদী কর্মীসংস্থা, বি জে পি, জনতা পার্টি প্রভৃতি দলগুলিও এই বন্ধকে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করেন।

বন্ধের সর্বাত্মক সাফল্যে ফরাক্কার বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদালত অবমাননার দায়ে ডি এমকে সমন

বিশেষ সংবাদদাতা : সরকারী ফ্ল্যাট দখলের ব্যাপারে আদালতের নির্দ্দেশ না মানায় মুরশিদাবাদের ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্যকে কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি তাঁর কাছে ৭ সেপ্টেম্বর হাজির হতে আদেশ দিয়েছেন। পুলিশের এক সাব-ইনসপেকটর আসিতানন্দ চ্যাটার্জ্জীর অভিযোগক্রমেই এই সমন। বিচারপতি তাঁর নির্দ্দেশে শ্রীভট্টাচার্য্যকে স্বয়ং তাঁর সামনে হাজির হয়ে আদালত অবমাননার ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দিতে বলেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯১ সাল।

॥ হায় সমবায় ॥

এক সময় ছিল যখন 'গো ব্যাক টু ভিলেজ'—'গ্রামে ফিরিয়া যাও' জিগির উঠিয়াছিল। লোকের শহরমুখী মনোভাবের জন্য গ্রামগুলি পরিত্যক্ত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। গ্রামীণ অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় গ্রামে দেখা যাইত পরিত্যক্ত শ্মশান-দৃশ্য। মুষ্টিমেয় অতি দরিদ্র শ্রমজীবী ছিল গ্রামের অধিবাসী। গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি সব কিছু ধ্বংসের পথে নামিয়াছিল।

বর্তমানে গ্রাম ত্যাগের সে হিড়িক এখন নাই। গ্রামে গ্রামে সড়ক যোগাযোগ এখন অনেকটা উন্নত হইয়াছে। শহরের সঙ্গে সহজ সংযোগ সম্ভব হইয়াছে। শহরের বিভিন্ন প্রভাব আজ গ্রামাঞ্চলে দেখা যাইতেছে। উচ্চবিত্তসম্পন্ন মানুষ শহরে গৃহ নির্মাণ করিলেও গ্রামের সহিত এখন বিচ্ছিন্ন নহেন। সাধারণ বিত্তের মানুষ গ্রাম ছাড়িবার সঙ্কল্প করেন না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন সাধনে বেশ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। নানা কারণেই পঞ্চায়েতী আকর্ষণ দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক গ্রামীণ জীবন ধারায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করিয়া নিম্নবিত্ত, স্বল্পবিত্ত · মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলি ঠিকমত কাজ করিলে দরিদ্র জনসাধারণ অশেষ উপকৃত হন—এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই। সাধারণ মানুষ ও কৃষিজীবীদের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবিয়াই সমবায় বিপণন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম গ্রহণ। এইসব বিপণন সমিতি হইতে সার, বীজ, কীটনাশক, শিশুখাদ্য, মুদিখানার দ্রব্যাদি, মনিহারী জিনিস প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যে পাইয়া গ্রামের মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হন। আর ইহার দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু মানুষের তৃতীয় রিপুর প্রাবল্য এইসব মহৎ উদ্দেশ্য বানচাল করিয়া দেয়। অনেক গ্রামের সমবায় বিপণন সমিতি আজ এক শ্রেণীর মানুষের লোভের শিকার হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর মানুষ অবশ্যই অর্থকুলীন। কারণ যাহাদের ভূরি ভূরি আছে, তাহারাই বেশী চাহে এবং কাঙালের ধন চুরিতে তাহারাই তৎপর হয়। পরম পরিতাপের কথা এই যে, জমানা যাহাই হউক, শোষক শ্রেণীর পরিপুষ্টি ঘটিয়াই চলিতেছে।

কিছুদিন আগে এই মহকুমার সমসেরগঞ্জ প্রাইমারী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির এক বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানে সোসাইটির বাৎসরিক রিপোর্ট ও অপরাপর কাজকর্মে সাধারণ সদস্যেরা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। যে সব সামগ্রী এই সোসাইটি হইতে ন্যায্যমূল্যে পাওয়ার কথা, তাহা কার্যত হয় না। অর্থাৎ জিনিস থাকেনা আর না হয়, ন্যায্যমূল্য বলিয়া চিহ্নিত মূল্য বোধ হয় অন্যায্য। এই অঞ্চলে পাট একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। সোসাইটির মাধ্যমে যে পাট ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাতে নাকি সাধারণ পাট উৎপাদক চাষীদের স্থান ছিল না বলিয়া জনৈক সদস্যের অভিযোগ। লাভের কড়ি নাকি সোসাইটির কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি, ফড়িয়া ও আড়তদারদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এক বৎসর পূর্বে নগদ টাকায় ও মালে কয়েক লক্ষ টাকা চুরি হয় এই সোসাইটির। তদবধি ইহার খণ্ডন্ত চলিতেছে। কাজকর্ম তদারক করিবার জন্য সি আই পদাধিকারী একজিকিউটিভ অফিসার এখানে না থাকায় স্বেচ্ছাচারিতা আরও বাড়িয়াছে। এই মার্কেটিং সোসাইটির অধীনে উক্ত ব্লকে যে চৌদ্দটি সমবায় সমিতি আছে, তাহাদের মধ্যে চারিটি ছাড়া সব দেউটি নির্বাপিত। এই চারিটিও ক্ষীণপ্রাণ।

মহৎ উদ্দেশ্যকে রূপ দিতে গেলে মহৎ প্রবৃত্তি ও মহৎ অন্তর থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ এত নামিয়া গিয়াছে যে, সর্বস্তরে লোভ ও দুর্নীতি শিকড় গাড়িয়াছে। তাই সর্বক্ষেত্রেই আমাদের অস্বাভাবিক পরাজয়। উক্ত সমবায় সমিতির ঘটনা সমুদ্রসৈকতে বালুকণা মাত্র।

কমলদার সঙ্গে এক যুগ

সত্যনারায়ণ ভকত

কমলদা মানে কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার বয়সের দ্বিগুণেরও সাত বছর বড়। কাজেই তাঁর সম্পর্কে বেশী কিছু লেখা মানেই ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার সাংবাদিক জীবনের বারোটা বছর তাঁকে দেখে এবং তাঁর সাথে একসঙ্গে কাজ করে যা মনে হয়েছে তারই সারাংশ লেখার চেষ্টা করছি।

খাগড়ার কমলদার বাড়ীতে সাংবাদিকতার বিভিন্ন কাজের সূত্রে আমাকে প্রায়ই যেতে হত। তাঁর লেখার ঘরে বসে একদিন কমলদা আমাকে বলেছিলেন "জানিস আমার এই বয়সে এখন পর্যন্ত সংবাদ, ফিচার, আরটিকল ইত্যাদি মিলিয়ে চৌষট্টি হাজার লেখা ছাপা হয়েছে।" তিন বছর আগে তিনি আমাকে একথা বলেছিলেন। এই তিন বছরে আরো কত লেখা ওই চৌষট্টি হাজারের সঙ্গে যোগ হয়েছে। কমলদার ওই ঘরে ছিল হাজার রকমের সংগ্রহ। কয়েক বছর আগে (সম্ভবতঃ জরুরি অবস্থার সময়) জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলায় প্রদর্শনের জন্য তাঁর কাছ থেকে ডাকটিকিট পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের স্বাক্ষর এবং আরো কিছু মূল্যবান সংগ্রহ আমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, আবার প্রদর্শনী শেষ পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

যে বারো বছর আমি সাংবাদিক ছিলাম এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সদস্য ছিলাম, সেই বারো বছর তাঁকে দেখেছি সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হতে, প্রতিটি বাৎসরিক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে পেয়েছি পুরোহিত হিসেবে। আমাদের সংঘে আমরা তিনজন সত্যনারায়ণ ছিলাম—কান্দী বান্ধবের সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সতুদা) বসুমতীর সত্যনারায়ণ রায় আর আমি। সত্যনারায়ণ রায় একটু বেশী কথা বলত, আমি একাধিক প্রস্তাব করতাম আর সতুদা আমাকে সমর্থন করতেন। প্রত্যেক সম্মেলনে এটা চলত। কমলদা বলতেন, 'তিন সত্যনারায়ণের জ্বালায় আমি অস্থির।' তাঁর কাছে এ ধরনের ধমক খেয়ে খুব তৃপ্তি হত।

কমলদা এই বয়সেও খেতে পারতেন বেশ। পান খেতেন খুব। দু'বার আমি তাঁর খাওয়া দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একবার লালবাগের নতুন মহকুমা হাসপাতালের দ্বারোদঘাটনের দিন, আর একবার লালবাগ বি এস এফ ক্যাম্পের ভোজসভায়। হাসপাতালের দ্বারোদঘাটনের দিন শুকনো চারটে বড় বড় রুটি (আমাদের পক্ষে দুটোই যথেষ্ট) আর মুরগীর রোষ্ট এক নিমেষে কমলদা শেষ করে ফেললেন। লালবাগ বি এস এফ ক্যাম্পের ভোজসভাতে সবচেয়ে বেশী খেয়েছিলেন তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং তার পরেই ছিল কমলদার স্থান। আমি দু'দিনই অবাক হয়ে তাঁর খাওয়া লক্ষ্য করেছিলাম। বৃদ্ধ বয়সে দাঁতের জোর আর হজমশক্তি দুই-ই ছিল কমলদার।

এক স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সালটা ১৯৭৪ কি ৭৫। বহরমপুর বিমল কালচারাল হলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আমরা জেলার সাংবাদিকরা প্রায় সকলেই সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছি। ঠিক সময়ে গিয়ে দেখি কমলদা, ট্যাবলদা (আকাশবাণীর সৌরীন্দ্রমোহন সেন), প্রফুল্লদা (যুগান্তরের প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত) এবং আরো অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করছেন তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার। মঞ্চের একদিকে গান্ধীজীর একটি পূর্ণাবয়ব বাঁধানো ছবি। মাইকে ঘোষণা হল অনুষ্ঠানের সূচনায় পুরোহিত বরণ; ফুলের মালা নিয়ে একজন এগিয়ে গেল সাত্তার সাহেবের দিকে। সাত্তার সাহেব উঠে গলা বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ দেখি আমার পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট কমলদা উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'সাত্তার দাঁড়াও! আগে গান্ধীজীর ছবিতে মালা পরাও, তারপর তুমি পর।' দেখি সাত্তার সাহেবের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। অবস্থা সামলে নিয়ে সাত্তার সাহেব কমলদাকে বললেন, 'সত্যি বিরাট ভুল হয়ে গেছে দাদা।' বলেই তিনি মালাটি নিয়ে গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে পরিয়ে দিলেন। আমার আজকের এই লেখা পড়ে সেদিনের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকের এই ঘটনা হয়তো মনে পড়বে। কমলদার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে মন।

কমলদা ছিলেন আমাদের জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে বয়োঃজ্যেষ্ঠ। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা; ফর্সা, চামড়া কোঁকড়ানো কমলদাকে সাংবাদিকরা তো বটেই, অনেক রাজনৈতিক নেতাও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন সকলের কমলদা। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রণেতাদের উদ্দেশ্যে একমাত্র তিনিই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, নবাবদের দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে হাজারদুয়ারী; বড়জোর আজিমগঞ্জের বরানগরে এসে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস নেমে গেছে। এছাড়া যে আরো ইতিহাস আছে কে তার খবর রাখে!

আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে মুর্শিদাবাদ থেকে বলাছ গ্রন্থের প্রণেতা সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো সেই ইতিহাস লিখে যেতে পারতেন। কিন্তু তা আর হল না। চুয়াত্তর বছর বয়সে আমাদের কমলদা চলে গেলেন।

নরওয়ে প্রতিনিধি

সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষীদের উন্নতির উদ্দেশ্যে লুথারেন ওয়ারল্ড সারভিস থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি নরওয়ে প্রতিনিধি মিঃ ড্যান বিষ্ণুপুর গ্রামে আসেন। সেখানকার চাষীদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে একান্তে আলোচনা করেন। এবং লুথারেন ওয়ারল্ড সারভিস কৃষি কার্য্যের উন্নতিতে তাঁদের কি সাহায্য করেছেন এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন। মৎস্য চাষের উন্নতিতে উক্ত গ্রামের লোকেদের সাহায্যের আশ্বাস দেন।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad, W.B.

Contract Services Department

Tender Notice No. FS : 42 : CS : 38 (ii)/T-52/84

Sealed tenders are invited from experienced and resourceful contractors for the following work :

Sl. No.	Name of work	Approx value of work (In Lakh)	Earnest Money (Rs.)	Cost of tender paper	Completion period
1.	Annual ferry service contract for operation & maintenance of 2 (Two) Nos. single boat accross Feeder canal near RD–10. N. I T. No. FS : 42 : CS : 338 (ii)/T-52/84	0·50 lakh	Rs. 1000/-	Rs. 25/-	1 (one) year

Tender documents can be obtained from this office on payment of Rs. 25/- (Rupees twenty five) from 30-8-84 to 15-8-84 from 9·00 to 12·00 hours and 14·30 to 16·00 hours and will be received latest by 18-8-84 at 11·00 hours and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives. Interested parties have to produce proof of registration, credentials, tax clearance certificates at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith tender.

Tender received late/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender papers, alongwith the tender paper at the time of submission.

NTPC does not bind itself to accept the lowest or any other tender and reserves the authority to accept a tender in whole or in part or reject any or all the tenders submitted without assigning any reason.

Deputy Manager (Contracts)
F. S. T. P. P./N. T. P. C.
P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad

ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে জিয়াগঞ্জ শীর্ষে

সাগরদীঘি, ১৫ আগষ্ট—পোপাড়া সবুজ সংঘ আয়োজিত পুরুষ ও মহিলাদের ৪০০, ২০০ ও ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে নয়জন স্থানাধিকারীর মধ্যে আটজনই জিয়াগঞ্জের। আজ এখানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের ৪০০ মিটারে জিয়াগঞ্জের স্বপন সরকার প্রথম, উজ্জ্বল দত্ত দ্বিতীয়, অভিজিৎ সরকার তৃতীয়; ২০০ মিটারে জিয়াগঞ্জের তারাপদ মণ্ডল প্রথম, অমর দাস দ্বিতীয় ও উজ্জ্বলনগরের সুপ্রীত দাস তৃতীয় এবং মহিলাদের ১০০ মিটারে জিয়াগঞ্জের অনীতা ঘোষ প্রথম, শিপ্রা দত্ত দ্বিতীয় ও শুক্লা মণ্ডল তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনটি বিভাগে মোট ২৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। এখানে একটি সুইমিং পুল নির্মাণের ব্যাপারে বিডিও এবং সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উদ্যোক্তাদের সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

যুব লীগের থানা সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ: ১১ আগষ্ট অরঙ্গাবাদ জৈন অতিথিশালায় সুতী থানা যুব লীগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে প্রায় তিনশো যুব কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব নেতা লুৎফুল হক এবং প্রধান বক্তা হিসেবে সুতী—সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কার লোকাল কমিটির চেয়ারম্যান সুজিত মুন্সী ও সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ হোসেন। বিদ্যুৎ দাসকে সম্পাদক করে ১৫ জনের একটি যুব কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভাগ্যের পরিহাস

সাগরদীঘি, ২৩ আগষ্ট— এই থানার পাটকেলডাঙ্গা গ্রামের আজিজুল হক গত রাত্তে সর্পাঘাতে মারা গেছেন। জানা গেছে, কিছুদিন আগে ডাকাতির অভিযোগে আজিজুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই সপ্তাহের গোড়ার দিকে জামিনে ছাড়া পেয়ে তিনি গ্রামের বাড়ী এসেছিলেন। তারপর তিন-দিনের মধ্যে ঘটলো এই ঘটনা। আজ সকালে বাড়ীর সদস্যরা দেখেন, সাপের কামড়ে আজিজুলের প্রাণহীন দেহ বিছানায় পড়ে আছে। সাগরদীঘি পুলিশের প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১৬ আগষ্ট দফরপুর জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ছোট ছেলেমেয়েদের এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের যুববৃন্দ অনুষ্ঠান শেষে 'ঘুণধরা সমাজ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

জঙ্গিপুরে বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ইউসুফ হোসেন, সি পি এমের সত্যদেব গুপ্ত, আর এস পির নন্দলাল সরকার, এস ইউ-সি আইয়ের সিদ্দিক হোসেন, মার্কসবাদী কর্মীসংস্থার জেরাত আলী, বি জে পির ষষ্ঠী ঘোষ, জনতা পার্টির সুধীর দাস জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যদিকে ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ কংগ্রেস (ই) নেতা সাহাদাৎ হোসেন জানিয়েছেন এই বন্ধ শান্তিপূর্ণ বা সর্বাত্মক কোনটাই ছিল না। রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘিতেও বন্ধ পালিত হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। বন্ধের সমর্থনে বাম দলগুলি ওই দিন মিছিল বের করে।

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট: দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন: রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ইঞ্জিনীয়ার আবশ্যক

অভিজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মক্ষম ইঞ্জিনীয়ার ফরাক্কার জন্য দরকার। বিল্ডিংস্ ও অন্যান্য কাজে দূরদর্শিতা থাকা প্রয়োজন। বেতন ও ভাতাসমূহ প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পাওয়া যাইবে। বিস্তারিত বিবরণসহ ২৫শে সেপ্টেম্বর '৮৪ মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

শ্রীনন্দলাল সরকার
সাং: লালপুর, পো: ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন: ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।